সিস্টেম এনালিস্ট-এর কার্যালয়
ডাইরী নং ৩৭৪ তারিখ ২৮/৫/২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
www.btv.gov.bd

নং-১৫.৫৪.০০০০.০২১.০৬.০৬১.২০/ ২২২০

তারিখ : ০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৮ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২০-২১ অর্থ বছরের গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন ও প্রসেস ম্যাপ ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উল্লিখিত বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ২০২০-২১ অর্থ বছরের গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন ও প্রসেস ম্যাপ ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য নির্দেশক্রমে এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

০২। বিষয়টি অতীব জরুরি।

সংযুক্তি: ০২ পাতা।

২৮/৫/২০২১

(মো: নাছিমুজ্জামান)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
ফোন:৫৫১৩১৯৮৭ (অফিস)

সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

০১। স্টোর ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেজ সফটওয়্যার চালু:

ভূমিকা: বর্তমানে বিটিভির ০২টি কেন্দ্র এবং ১৪টি উপকেন্দ্র থেকে নিয়মিতভাবে ২৪ ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়ে আসছে। বিটিভির বিদ্যমান কার্যক্রমকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার অংশ হিসেবে বিটিভির স্টোর ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেজ সফটওয়্যার চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা: বিটিভির কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের স্টোরে প্রয়োজনীয় কোন যন্ত্রাংশ বা দ্রব্য মালামাল মজুদ আছে কিনা তা জানার জন্য হার্ড কপির মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হতো । এক্ষেত্রে জরুরি প্রয়োজনে স্টোর সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত হওয়া সম্ভব হতোনা এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সংস্থাপন/সংযোজন করা যেতনা। অনেক সময় কেন্দ্র/উপকেন্দ্র হতে টেলিফোনের মাধ্যমে স্টোর সম্পর্কে অবহিত হতে হয়েছে।

উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা: স্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার চালু করা হলে অনলাইনে পর্যবেক্ষণ করত: প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন করা সম্ভব ও স্টোর ইনভেন্টরিসহ যন্ত্রাংশ মেরামত /সংযোজন সহজতর হবে। এছাড়া, অন্যান্য কেন্দ্র/উপকেন্দ্রগুলো প্রধান কার্যালয়ের সংরক্ষিত মালামাল সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে এবং সে মোতাবেক চাহিদা পূরণ সহজতর হবে । সময় , শ্রম ও খরচ কমে আসবে।

উদ্ভাবনের পরবর্তী সুবিধা: বিটিভির সমস্ত স্টোরগুলো একটি নেটওয়ার্কের আওতায় এনে ডাটাবেজ করা হলে কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের স্টোরের তথ্য হার্ড কপির মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের প্রয়োজন হবে না। অনলাইনে পর্যবেক্ষণ করত: প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন করা সম্ভব হবে ও স্টোর ইনভেন্টরিসহ যন্ত্রাংশ মেরামত/সংযোজন সহজতর হবে।

মন্তব্য: উদ্ভাবনটিতে শিক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে সময় ও শ্রম বাঁচিয়ে কম সময়ে স্টোর ম্যানেজমেন্ট সেবাকে সহজ ও গতিশীল করা ।

মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন জুয়েল
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

বাংলাদেশ টেলিভিশন

শিরোনাম: বাংলাদেশ টেলিভিশনের সকল কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের স্টোর ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেজ সফটওয়্যার চালু

পূর্বের অবস্থা

বিটিভির কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের প্রয়োজনীয় মালামালে রেজিস্ট্রি/যন্ত্রাংশ নথির মাধ্যমে সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ ও অনুমোদন।

কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের প্রয়োজনীয় মালামাল/যন্ত্রাংশ ক্রয়ের/সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ

প্রধান কার্যালয় হতে মালামাল সংক্রান্ত তথ্যাদি স্টোরে রেজিস্টার এর মাধ্যমে যাচাই করে ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান

যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্টোরে এন্ট্রি করত: সংযোজন/প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও দাপ্তরিক পত্র যোগাযোগ

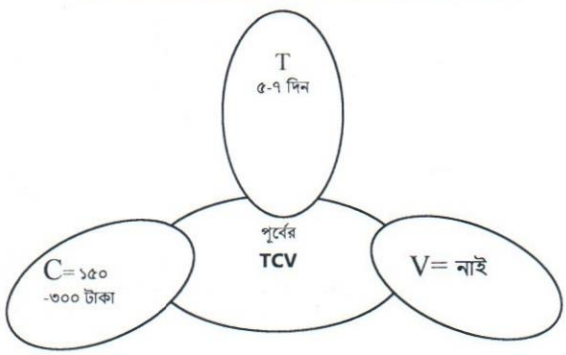

বর্তমান অবস্থা

বিটিভির কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের স্টোরগুলো অনলাইন ডাটাবেজের আওতায় এনে মালামাল/যন্ত্রাংশ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ/এক কেন্দ্র হতে অন্য কেন্দ্র/উপকেন্দ্রে প্রেরণ এবং এ সকল কাজ অনলাইনে অনুমোদন। এছাড়াও গ্রাফিকাল চার্ট এর মাধ্যমে স্টোরের যন্ত্রপাতির সংখ্যা সহজে জানা যাবে।

প্রধান কার্যালয় হতে স্টোর ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেজের মাধ্যমে কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের মালামাল/যন্ত্রাংশ সম্পর্কে অবহিত হয়ে উক্ত যন্ত্রপাতি অন্য কেন্দ্র/উপকেন্দ্র অব্যবহৃত/অতিরিক্ত থাকলে তা প্রেরণের জন্য অনলাইন মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ/অনুমোদন কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

প্রয়োজনীয় মালামাল/যন্ত্রাংশ তাৎক্ষনিক সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র/উপকেন্দ্রে সংযোজনের জন্য প্রেরণ

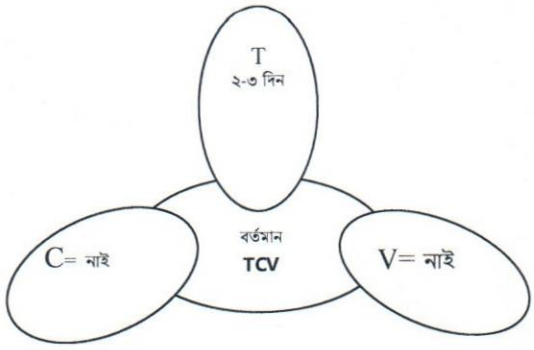

ফলাফল: স্টোর ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেজ সফটওয়্যার চালুর ফলে কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের স্টোর গুলো অনলাইনে পর্যবেক্ষণ করত: যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন করা যাচ্ছে এবং স্টোর ইনভেন্টরিসহ যন্ত্রাংশ মেরামত/সংযোজন সহজতর ও সাশ্রয়ী হয়েছে।

মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন জুয়েল
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
বামপুরা, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

০২। বিটিভি পিডিএস ডাটাবেজ

ভূমিকা: বাংলাদেশ টেলিভিশনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ও চাকরি সংক্রান্ত মৌলিক তথ্যাদি সহজে প্রাপ্তির সুবিধার লক্ষ্যে সফটকপি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনবলের তথ্য সহজে প্রাপ্তি ও নতুন তথ্য সংযোজনের লক্ষ্যে বিটিভি পিডিএস ডাটাবেজ চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা: বাংলাদেশ টেলিভিশনে মোট অনুমোদিত পদের বিপরীতে বর্তমানে প্রায় ১২(বার) শত কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। এত অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্যাদি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হতো। এক্ষেত্রে ব্যক্তিদের বিষয়ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা চালু ছিলনা। ফলে জরুরি প্রয়োজনে কোন জনবলের তথ্য প্রয়োজন হলে তাদের ব্যক্তিগত নথি ও অন্যান্য রেকর্ড যাচাই বাছাই করে খুজে বের করা সময় সাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য ছিল।

উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা: ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রক্রিয়ায় বিটিভির বিদ্যমান সেবাসমূহকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার অংশ হিসেবে বিটিভি পিডিএস ডাটাবেজ চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিটিভির জনবলের নতুন তথ্য সংযোজিত হলে খুব সহজেই রিপোর্ট জেনারেট করা হবে। চাহিত তথ্য দিন, তারিখ লিখে সার্চ দিলেই তা সহজে পাওয়া যাবে। এতে একদিকে যেমন ব্যক্তি তার পুরনো তথ্য দেখার সুযোগ পাবে তেমনি বিটিভির কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ও চাকরি সংক্রান্ত মৌলিক তথ্যাদিগুলো সংরক্ষণের সুযোগ তৈরি হবে।

উদ্ভাবনের পরবর্তী সুবিধা: বাংলাদেশ টেলিভিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পিডিএস ডাটাবেজ চালুর ফলে ব্যক্তিগত নথির পাশাপাশি অনলাইনে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সকল তথ্যাদি সংরক্ষণ করা সহজতর হবে। এছাড়া কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যে কোন তথ্যাদির প্রয়োজনে তাদের ব্যক্তিগত নথি বা অন্যান্য নথির প্রয়োজন হবে না। একইসাথে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথির পাশাপাশি তথ্যাদি অনলাইনে অভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যাবে।

মন্তব্য: উদ্ভাবনটিতে শিক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে খরচ, সময় ও শ্রম বাঁচিয়ে কম সময়ে বিটিভি পিডিএস ডাটাবেজ সেবাকে সহজ ও গতিশীল করা।

মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন জুয়েল
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

বাংলাদেশ টেলিভিশন

শিরোনাম: বাংলাদেশ টেলিভিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্যাদির পিডিএস ডাটাবেজ সফটওয়্যার চালু

পূর্বের অবস্থা

বিটিভির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ও চাকরি সংক্রান্ত তথ্যাদি ম্যানুয়্যাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ

↓

জরুরি কোন তথ্যের প্রয়োজনে তাদের ব্যক্তিগত নথি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাই বাছাই (সময় ২-৩ দিন)

↓

বিভিন্ন সময় ব্যক্তিগত নথি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি না থাকায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পত্র প্রেরণ (সময় ৩-৪ দিন)

↓

তথ্য সংগ্রহ ও অন্যান্য কার্যসম্পাদন

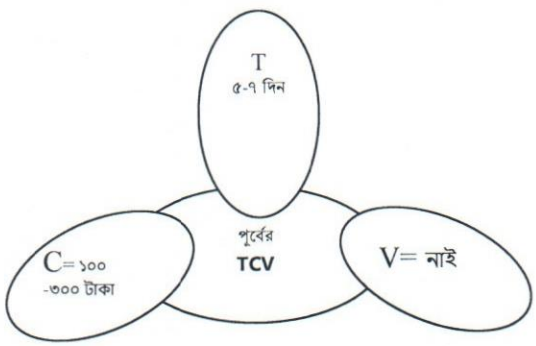

বর্তমান অবস্থা

বিটিভির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি ও ব্যক্তিগত তথ্যাদি পিডিএস ডাটাবেজ সফটওয়্যারে সংরক্ষণ

↓

জরুরি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্ম তারিখ লিখে সার্চ দিলে সহজেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ব্যক্তিগত ও চাকরি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রাপ্তি

↓

তথ্য সংগ্রহপূর্বক অন্যান্য কার্যসম্পাদন

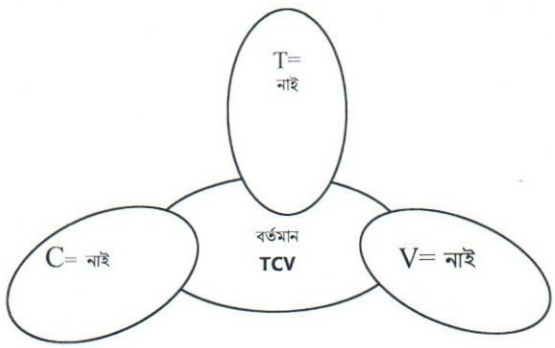

ফলাফল: বিটিভির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি ও ব্যক্তিগত তথ্যাদি পিডিএস ডাটাবেজের মাধ্যমে সংরক্ষণের ফলে জরুরি প্রয়োজনের তথ্যাদিগুলো দ্রুততম সময়ের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন জুয়েল
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
বামপুরা, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

০৩। বিটিভি ভার্চুয়্যাল ষ্টুডিও

ভূমিকা: আধুনিক ও যুগোপযোগী উদ্ভাবনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিজস্ব রিসোর্স ব্যবহার করে ডিজিটাল স্টুডিও গুলোকে আধুনিক ও সময় উপযোগী করার জন্য ভার্চুয়্যাল ষ্টুডিও নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিটিভিতে প্রচারিত সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডের চিত্র, বিশিষ্ট শিল্পী/কলাকুশলীদের অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়ে থাকে।

বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা: বাংলাদেশ টেলিভিশনে নিয়মিত বিশিষ্ট শিল্পী/কলাকুশলী/ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে নানারকম অনুষ্ঠান তৈরি হয়ে থাকে। এসব শিল্পী/কলাকুশলী/ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে প্রচারিত অনুষ্ঠানের জন্য সেট নির্মাণের প্রয়োজন হয়। প্রতি সেটের জন্য আলাদা আলাদা ব্যয় ও জনবলের প্রয়োজন হতো এবং সেট লাইটের জন্য প্রায় ৩/৪ ঘন্টা সময় লাগতো।

উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিগতা: সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন সংবাদও অনুষ্ঠান ভার্চুয়্যাল প্রচার করা হয়ে থাকে। ভার্চুয়্যাল ষ্টুডিও সুবিধার ফলে কম্পিউটার গ্রাফিক্সের মাধ্যমে প্রতিটি সেট খুব সহজেই তৈরি করা যাবে। একই সাথে ভার্চুয়্যাল ষ্টুডিওতে অনুষ্ঠান ধারণের ফলে অনুষ্ঠান নির্মাণ ব্যয় ও ধারন সময় হ্রাস পাবে। তাছাড়া, ভার্চুয়্যাল ষ্টুডিওতে নির্মিত অনুষ্ঠান আরও আধুনিক ও দৃষ্টি নন্দন হবে।

উদ্ভাবনের পরবর্তী সুবিধা: বাংলাদেশ টেলিভিশনের ডিজিটাল স্টুডিওকে ভার্চুয়্যাল স্টুডিওতে রুপান্তরের মাধ্যমে বর্তমান সময়ে বিভিন্ন সংবাদও অনুষ্ঠান ভার্চুয়্যাল প্রচার করা সম্ভব হবে। ভার্চুয়্যাল ষ্টুডিও নির্মাণের ফলে কম্পিউটার গ্রাফিক্সের মাধ্যমে প্রতিটি সেট খুব সহজেই তৈরি করা যাবে। একই সাথে ভার্চুয়্যাল ষ্টুডিওতে অনুষ্ঠান ধারনের ফলে অনুষ্ঠান নির্মাণ ব্যয় ও ধারণ সময় হ্রাস পাবে। তাছাড়া ভার্চুয়্যাল ষ্টুডিওতে নির্মিত অনুষ্ঠান আরও আধুনিক ও দৃষ্টি নন্দন হবে।

মন্তব্য: উদ্ভাবনটিতে শিক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে সময় ও শ্রম বাঁচিয়ে কম সময়ে বিটিভি ষ্টুডিও সেবাকে সহজ, গতিশীল ও আধুনিক করা।

মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন জুয়েল
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

বাংলাদেশ টেলিভিশন

শিরোনাম: বাংলাদেশ টেলিভিশনের ভার্চুয়্যাল স্টুডিও চালু

পূর্বের অবস্থা

ডিজিটাল স্টুডিও

বিটিভিতে প্রচারিত অনুষ্ঠানের জন্য সেট নির্মাণের প্রয়োজন হয়ে থাকে। প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্য পৃথক পৃথক সেট নির্মাণ (সময় ৩/৪ ঘন্টা)

প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্য পৃথক পৃথক সেট নির্মাণের কারণে বাড়তি ও জনবলের প্রয়োজন হয়ে থাকে। তাছাড়া অনেক সময় সেট তৈরির কারণে অনুষ্ঠান নির্মাণে বিলম্ব হয় (ব্যয় ১৫০০০-২০০০০ হাজার টাকা)

অনুষ্ঠান রেকর্ডিং/ধারণ ও সম্প্রচার

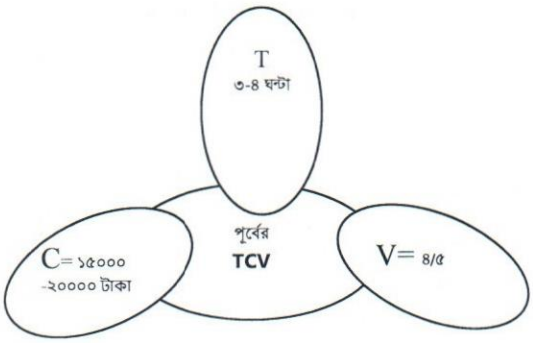

বর্তমান অবস্থা

ভার্চুয়্যাল স্টুডিও

বিটিভির ডিজিটাল স্টুডিওকে ভার্চুয়্যাল স্টুডিতে রুপান্তরের ফলে কম্পিউটার গ্রাফিক্সের মাধ্যমে প্রতিটি সেট খুব সহজেই তৈরি করা

অনুষ্ঠান রেকর্ডিং/ধারণ ও সম্প্রচার

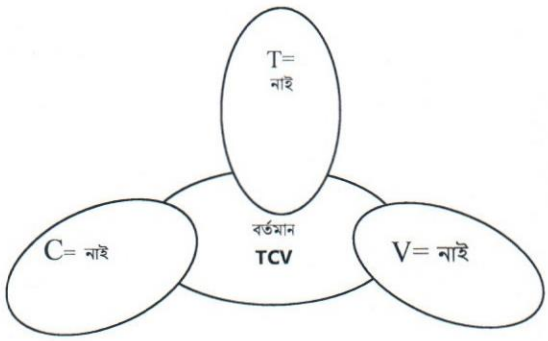

ফলাফল: বিটিভির ডিজিটাল স্টুডিওকে ভার্চুয়্যাল স্টুডিতে রুপান্তরের মাধ্যমে গ্রাফিক্স ও এ্যানিমেশন ব্যবহার করে আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন সেট নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে।

মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন জুয়েল
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
বামপুরা, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

বিটিভি মোবাইল অ্যাপস চালু:

ভূমিকা: বাংলাদেশ টেলিভিনের অনুষ্ঠানসমূহ সরাসরি ঢাকা কেন্দ্রে থেকে ১৪টি কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের মাধ্যমে টেরেস্ট্রিয়াল সম্প্রচার করা হয়ে থাকে। ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠানসমূহ দর্শকদের নিকট সহজে পৌছে দিতে মোবাইল অ্যাপস চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মোবাইল অ্যাপস চালু করা হলে ভবিষ্যতে বিটিভির অনুষ্ঠান মোবাইল অ্যাপস ব্যবহারকারী দর্শকগণ সহজে উপভোগ করতে পারবেন।

বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা: একমাত্র সরকারী গণমাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ টেলিভিশন ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিনোদনসহ নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছে। শুরু থেকেই বিটিভিতে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ টেরেস্ট্রিয়াল পদ্ধতিতে বিটিভির বিভিন্ন কেন্দ্র/উপকেন্দ্র/রিলে কেন্দ্র হতে সম্প্রচার করা হয়। যার কারণে ভ্রমণকালীন কিংবা ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব ও টুইটার ব্যবহারকারী দর্শকগণ বিটিভির অনুষ্ঠান/ তথ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকতেন।

উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা: বিটিভির বিদ্যমান সেবাসমূহকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার অংশ হিসেবে বিটিভির অনুষ্ঠান অনলাইন ভিত্তিক করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বর্তমান ইন্টারনেট ও মোবাইলের যুগে এদেশের অধিকাংশ জনগণ ফেসবুক, ইউটিউব ও টুইটার ব্যবহার করে থাকে। মোবাইল ব্যবহারকারী এবং প্রত্যন্ত এলাকার দর্শকদের বিনোদনের মাধ্যম সহজ করার লক্ষ্যে প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ, অনুষ্ঠানের সকল আপডেট/ ঘোষণা মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

উদ্ভাবনের পরবর্তী সুবিধা: বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিজস্ব মোবাইল অ্যাপস উদ্ভাবনের ফলে বর্তমানে প্রচারিত অনুষ্ঠান/সংবাদ বিটিভির দর্শকগণ মোবাইল অ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই উপভোগ করতে পারবেন। ফলে ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠানসমূহ দর্শকদের নিকট সহজে পৌছে যাবে। এতে বিটিভির প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ মোবাইল অ্যাপস ব্যবহারকারী জনগণের নিকট সহজে পৌছে যাবে এবং বিটিভির দর্শক প্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।

মন্তব্য: বিটিভির সেবাসমূহকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও অনলাইন করার অংশ হিসেবে মোবাইল অ্যাপস চালু যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে।

মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন জুয়েল
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

শিরোনাম: বিটিভি মোবাইল অ্যাপস চালু

পূর্বের অবস্থা

বিটিভির অনুষ্ঠানসমূহ টেরেস্ট্রিয়াল পদ্ধতিতে সম্প্রচার

বিটিভির প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ নির্মাণের পর ঢাকা কেন্দ্র থেকে টেরেস্ট্রিয়াল পদ্ধতিতে সম্প্রচার

ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন কেন্দ্র/উপকেন্দ্র/রিলে কেন্দ্র হতে টেরেস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারাদেশে সম্প্রচার

টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ টিভি সেটে প্রদর্শন

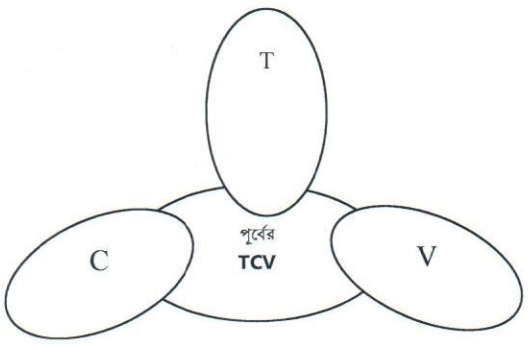

বর্তমান অবস্থা

বিটিভি মোবাইল অ্যাপস চালু

বিটিভির নিজস্ব মোবাইল অ্যাপসে বিটিভির প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে সম্প্রচার (live streaming)

বিটিভির ৩টি চ্যানেলের প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী টিভি দর্শকের নিকট প্রদর্শন

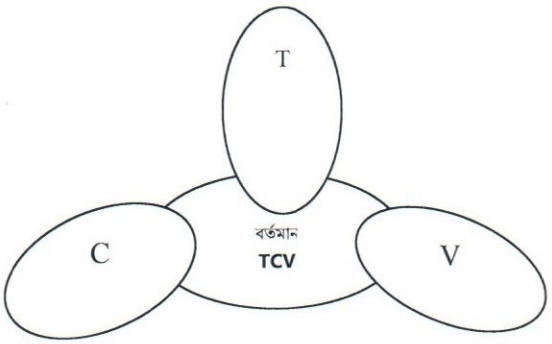

ফলাফল: ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে বিটিভির অনুষ্ঠানসমূহ দর্শকের নিকট সহজে পৌছে দিতে মোবাইল অ্যাপস চালু সময়সাময়িক পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে। এতে করে বিটিভির অনুষ্ঠানসমূহ একদিকে যেমন দর্শকের নিকট পৌছে দেয়া সম্ভব হবে অন্যদিকে বিটিভির দর্শকপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।

মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন জুয়েল
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

কিয়স্ক (KIOSK) এর মাধ্যমে বিটিভির ওয়েবসাইট ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদর্শন:

ভূমিকা: বাংলাদেশ টেলিভিশনের জরুরি বিজ্ঞপ্তি, অফিস আদেশ বিটিভির ইত্যাদি এবং কোন ঘোষণা বিটিভি প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা কেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করা হয়। বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ে ডিজিটাল তথ্য প্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা ছিলনা। বিটিভির ওয়েবসাইট ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থাকে ডিজিটালি রূপান্তরের অংশ হিসেবে কিয়স্ক (KIOSK) প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা: সূচনালগ্ন থেকেই বিটিভির টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহের সময় সূচি বিটিভির নোটিশ বোর্ড এবং বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ফলে দরদাতা প্রতিষ্ঠান, পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এবং দর্শকরা বিটিভির টেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রম, পরীক্ষার সময়সূচি এবং প্রচারিত অনুষ্ঠানসূচি সম্পর্কে সঠিক সময়ে অবগত হওয়া সম্ভব হত না।

উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা: বিটিভির অনুষ্ঠানসূচি, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বা অন্যান্য বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হতো। বিটিভির ওয়েবসাইটের পাশাপাশি কিয়স্কের মাধ্যমে বিটিভর অনুষ্ঠানসূচি, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করা হলে প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পাবে। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বিটিভির ওয়েবসাইটের পাশাপাশি বিটিভিতে প্রবেশমুখে (KIOSK) এর মাধ্যমে বিটিভির ওয়েবসাইট ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্ভাবনের পরবর্তী সুবিধা: ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রক্রিয়ায় বিটিভির বিদ্যমান সেবাসমূহকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার অংশ হিসেবে বিটিভির টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় সূচি এবং নোটিশ অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে দরদাতা প্রতিষ্ঠান, বিটিভির নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এবং দর্শক বিটিভির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রবেশ মুখেই বিষয়ে তাৎক্ষনিকভাবে অবগত হতে পারবে।

মন্তব্য: বিটিভির সেবাসমূহকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার অংশ হিসেবে কিয়স্ক (KIOSK) বিটিভির তথ্য ও সেবাসমূহ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন জুয়েল
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

বাংলাদেশ টেলিভিশন

শিরোনাম: কিয়স্ক (KIOSK) এর মাধ্যমে বিটিভির ওয়েবসাইট ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদর্শন

পূর্বের অবস্থা

বিটিভির বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে নোটিশ বোর্ডে কার্যালয়ের অভ্যন্তরে প্রদর্শিত হতো

↓

বিভিন্ন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, অনুষ্ঠানসূচি/সংবাদ এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নোটিশ বোর্ডে বেশি তথ্য ম্যানুয়েল পদ্ধতি প্রদর্শন সম্ভব হতো না

↓

সিস্টেম এনালিস্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য তার দপ্তরের সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনকারীর নিকট প্রেরণ (সময়: ১দিন)

↓

ওয়েবসাইটে প্রকাশ

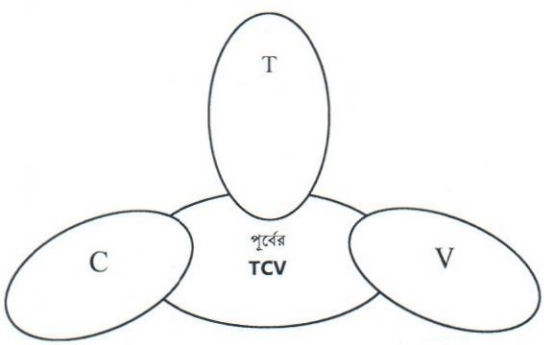

বর্তমান অবস্থা

কিয়স্ক (KIOSK) এর মাধ্যমে বিটিভির অভ্যন্তরে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রদর্শিত হয়

↓

বিটিভির বিভিন্ন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, অনুষ্ঠানসূচি/সংবাদ এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কার্যালয়ের মধ্যে প্রদর্শন

↓

ওয়েবসাইট ও কিয়স্ক এর মাধ্যমে প্রদর্শন তাৎক্ষণিক তথ্য প্রদর্শন

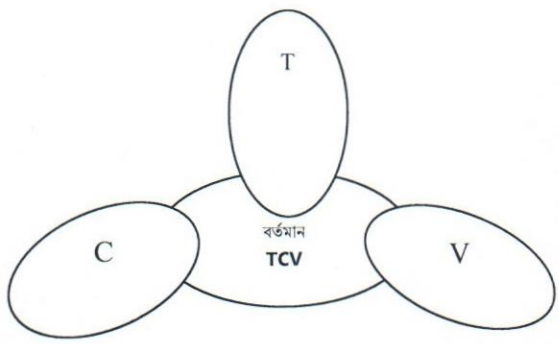

ফলাফল: বিটিভির প্রচারিত অনুষ্ঠান সূচি/সংবাদ, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং অন্যান্য কার্যক্রম বিটিভির ওয়েবসাইটে প্রকাশের পাশাপাশি কিয়স্ক এর মাধ্যমে কার্যালয়ের অভ্যন্তরে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনেক তথ্য একসাথে প্রদর্শনের ফলে বিটিভির সেবা ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে,যা ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে সম্ভব হচ্ছিল না।

মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন জুয়েল
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

ফেস ডিটেক্টর মেশিন স্থাপন:

ভূমিকা: বিটিভির বিদ্যমান সেবা বায়োমেট্রিক হাজিরার অংশ হিসেবে সেবা সহজীকরণের আওতায় বিটিভি প্রধান কার্যালয়ে ফেস ডিটেক্টর মেশিন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা সহজ ও দ্রুততর হবে এবং ডিজিটালি রেকর্ড রাখা সম্ভব হবে।

উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা: বিটিভির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য হাজিরা খাতায় স্বাক্ষরের প্রচলন চালু ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় হাজিরা খাতায় স্বাক্ষরের পাশাপাশি অফিসে উপস্থিতি/প্রস্থান নিশ্চিতকরণে বায়োমেট্রিক হাজিরার প্রবর্তন করা হয়।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের যৌক্তিকতা: বর্তমানে করোনাকালীন সময়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিটিভির বায়োমেট্রিক হাজিরার পরিবর্তে বিটিভি প্রধান কার্যালয়ে ফেস ডিটেক্টর মেশিন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি অফিসে নিয়মিত উপস্থিতি/প্রস্থান নিশ্চিত করা সহজ হবে এবং ডিজিটাল রেকর্ড রাখায় কাগজের ব্যবহার হ্রাস পাবে। এছাড়াও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শরীরের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণে বায়োমেট্রিক হাজিরার পরিবর্তে ফেস ডিটেক্টর মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।

উদ্ভাবনের পরবর্তী সুবিধা: বিটিভির বিদ্যমান সেবাসমূহকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার অংশ হিসেবে সেবা সহজীকরণের আওতায় বিটিভি প্রধান কার্যালয়ে ফেস ডিটেক্টর মেশিন স্থাপনের ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শরীরের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ এবং অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করা সহজতর হবে। এছাড়াও এটি ডিজিটাল রেকর্ড রাখা সম্ভব হবে।

মন্তব্য: বর্তমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিটিভির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের অংশ হিসেবে ফেস ডিটেক্টর মেশিন স্থাপন সমসাময়িক ও আধুনিক পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে।

মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন জুয়েল
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

বাংলাদেশ টেলিভিশন

শিরোনাম: ফেস ডিটেক্টর মেশিন স্থাপন

পূর্বের অবস্থা

বায়োমেট্রিক হাজিরা

বিটিভির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিতি/প্রস্থান নিশ্চিতকরণে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অফিসে উপস্থিতি হয়ে ফিঙ্গারের মাধ্যমে প্রতিদিনের হাজিরা প্রদান এবং হাজিরার সফটকপি একটি নির্দিষ্ট কম্পিউটারে জমা

অফিসের উপস্থিতি/প্রস্থান নিশ্চিত হওয়ার জন্য হাজিরার ফিঙ্গার প্রিন্ট কম্পিউটার থেকে প্রিন্টকরণ

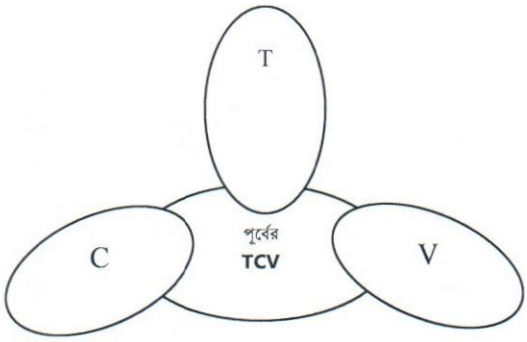

বর্তমান অবস্থা

ফেস ডিটেক্টর মেশিন স্থাপন

বিটিভির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শরীরের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ এবং অফিসে নিয়মিত উপস্থিতি/প্রস্থানের জন্য ফেস ডিটেক্টর মেশিন স্থাপন

অফিসের উপস্থিতি/প্রস্থান নিশ্চিত হওয়ার জন্য হাজিরার ফিঙ্গার প্রিন্ট কম্পিউটার থেকে প্রিন্টকরণ

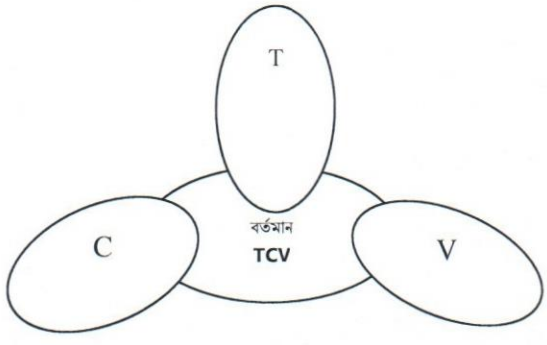

ফলাফল: বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিটিভির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের অংশ হিসেবে ফেস ডিটেক্টর মেশিন স্থাপন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি অফিসে নিয়মিত উপস্থিতি/প্রস্থান নিশ্চিতকরণে সমসাময়িক ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করছে।

মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন জুয়েল
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।